7

তারিখ 04 MAY 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

আজকের কাগজ

মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী সমীপে

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পারলাম যে, ভূগোলের মত একটি
অতি প্রয়োজনীয় বিষয়কে নবম/দশম শ্রেণীকে ঐচ্ছিক বিষয় করে বাদ দেয়ার
এক জঘন্য ষড়যন্ত্র চলছে এবং আগামী শিক্ষা বছর হতে নবম/দশম শ্রেণী
হতে ভূগোল বিষয়টি উঠে যাচ্ছে। কারণ ভাল ছাত্রছাত্রীরা ঐচ্ছিক
বিষয়গুলোর মধ্যে উচ্চতর গণিত এবং বাকি ছেলেমেয়েরা সহজে অধিক নম্বর
পাওয়া যায় বুককিপিং নামক বিষয়টি গ্রহণ করবে এবং ভূগোল বিষয়টি
অদৃশ্যভাবে এক অভিনব কায়দায় উঠে যাবে। আধুনিক যুগে নানা রকম
বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে সুবিশাল এই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কোথায়
কি ঘটে চলছে আজ তা কারো অজানা নেই। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাকৃতিক
পরিবেশ এবং যাবতীয় ঘটনাবলী জানতে হলে ভূগোল শাস্ত্র সম্পর্কে সম্যক
জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কারণ পৃথিবীর কোথায় কোন পাহাড়, পর্বত, নদী, হ্রদ,
সমভূমি, মরুভূমি, মালভূমি ইত্যাদি অবস্থান করছে এবং কোথায় কোন
জিনিস পাওয়া যায়, তা একমাত্র এই শাস্ত্রেই বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা
হয়ে থাকে। এছাড়া বিভিন্ন মানব গোষ্ঠীর জীবন যাপন পদ্ধতির আলোচনার
সঙ্গে তাদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, ভাষা, অর্থনৈতিক উন্নতি, ধর্ম, শিক্ষা
ব্যবস্থা, সামাজিক রীতিনীতি সবকিছুরই বিবরণ এই শাস্ত্রে পাওয়া যায়। তাই
আধুনিক যুগে ভূগোল শাস্ত্রকে বাদ দিয়ে পার্থিব বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা সম্ভব
নয়। যাবতীয় প্রাকৃতিক সম্পদের পরিচয় এই শাস্ত্রে পাওয়া যায় বলে মানব
সভ্যতার বিকাশ এবং ক্রমোন্নতির ক্ষেত্রে এই শাস্ত্রের অবদান অপরিসীম। তাই
ভূগোল শাস্ত্রকে বাদ দিয়ে কোন দেশ বা জাতির পক্ষে কোন ক্রমেই
উন্নতিমূলক কাজ করা সম্ভব নয়। এ কারণে পৃথিবীর সর্বত্র স্কুল পর্যায় পর্যন্ত
সকল বিভাগের ছেলেমেয়েদের জন্য বিষয়টি বাধ্যতামূলক। বর্তমানে
বাংলদেশের শতকরা ৯৫ টি কলেজে ভূগোল বিষয়টি না থাকায় উচ্চতর
শ্রেণীতে বিষয়টি পাঠ করার কোন ব্যবস্থা নেই। তাই বিগত কয়েক বছর ধরে
দেশের সকল কলেজগুলোতে বিষয়টি খোলার জন্য জোর দাবি চলছে এবং
ইতিমধ্যে বেসরকারি কলেজগুলোতে ধীরে ধীরে বিষয়টি চালু হচ্ছে। এ সময়
হঠাৎ করে স্কুলগুলো হতে বিষয়টি বাদ দেয়া হলে কলেজগুলোর ভূগোল
বিভাগের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাবে এবং বাকি কলেজগুলোতে
বিষয়টি খোলা কোন ক্রমেই সম্ভব হবে না। আবার ক্যাডেট, শাহীন,
কেন্টনমেন্ট, রাইফেলস্, রেসিডেন্সিয়াল কলেজ কাম-স্কুলগুলোতে ভূগোল
বিভাগের যে সকল প্রভাষক নিয়োগ করা হয়েছে তাদেরও কোন প্রয়োজন
থাকবে না। এ ছাড়া বিগত বছরগুলোতে দেশের স্কুলগুলোতে যে সকল ভূগোল
শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ করা হয়েছে তাদেরও কোনো প্রয়োজন থাকবে না।
তাই স্কুলগুলো হতে ভূগোল বিষয়টি বাদ দেয়া হলে এসব উদ্বৃত্ত শিক্ষকদের
নিয়ে জটিল সমস্যার সৃষ্টি হবে। তাই আমাদের প্রার্থনা ভূগোল বিষয়টিকে বাদ
দিয়ে পাঠ্যক্রম প্রণয়ন কোনক্রমেই সঠিক সিদ্ধান্ত হবে না এবং অনতিবিলম্বে
সিদ্ধান্তটি বাদ দিয়ে ভূগোল বিষয়টিকে পূর্বের ন্যায় নবম/দশম শ্রেণীর
পাঠ্যক্রমে বাধ্যতামুলক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

নজরুল হাসান চৌধুরী
ঝিলটুলী, ফরিদপুর।